দৈনিক জনকণ্ঠ
নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
The Daily Janakantha

৩০ অক্টোবর ২০১৯

ঢাবির মুহসীন হল থেকে দেশী অস্ত্র জব্দ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল থেকে দেশী অস্ত্র জব্দ করেছে হল প্রশাসন। অস্ত্রের মধ্যে আছে ১০টি রামদা, দুটি ছোরা ও দুটি স্টিলের পাইপ। মঙ্গলবার রাতে মুহসীন হলের ছাদ থেকে এসব দেশী অস্ত্র জব্দ করা হয়। বুধবার সকালে অস্ত্রগুলো জনসম্মুখে প্রকাশ করে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

হল প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে আকস্মিক হলে তল্লাশি চালায় হল প্রশাসন। তবে ওই সময়ে কোন অস্ত্র পাননি তারা। পরবর্তীতে হলের কর্মচারীরা ভবনের পেছনের অংশ পরিচ্ছন্ন করতে গেলে সেখানে অস্ত্র দেখতে পান। পরবর্তীতে হল প্রাধ্যক্ষকে জানানো হলে তিনি এসব সরঞ্জাম জব্দ করেন।

এক কর্মচারী জনকণ্ঠকে বলেন, বুধবার সকালে পরিচ্ছন্নকর্মীরা হলের ডাইনিংয়ের ছাদ ঝাড়ু দিতে গেলে কাপড়ে মোড়ানো একটি প্যাকেট দেখে হল প্রশাসনকে অবগত করেন। তাৎক্ষণিকভাবে হলের কর্মচারীরা প্যাকেটটি হলের অফিসে নিয়ে আসেন। প্যাকেটটি খোলার পর ১০টি রামদা, দুটি বড় ছুরি ও দুটি লোহার পাইপ পাওয়া যায়। অস্ত্র জব্দের পর হল প্রশাসন তাৎক্ষণিকভাবে হলে অভিযান চালিয়ে কয়েকটি রুমে বহিরাগত শনাক্ত করে এবং ৩৫২, ৪০১, ৪১৭ ও ৪৩৭ নম্বর রুম সিলগালা করে।

হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল প্রভোস্ট অধ্যাপক নিজামুল হক ভূঁইয়া বলেন, সকালে হলের ছাদ পরিষ্কার করতে গিয়ে এসব দেশী অস্ত্র পায় পরিচ্ছন্নকর্মীরা। তবে কে বা কারা এসব ফেলে গেছে সে বিষয়টি এখনও জানা যায়নি। প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নিজামুল হক ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, হলের এক পরিচ্ছন্নকর্মী মঙ্গলবার হলের ক্যান্টিনের ছাদ পরিষ্কার করতে গেলে কাপড়ে মোড়ানো কিছু দেখতে পায়। পরে তিনি হল প্রশাসনকে অবহিত করলে প্রশাসন তা তুলে নিয়ে আসে। পরে সেখানে ১০টি রামদা, ২টি ছোরা এবং কিছু লোহার পাইপ পাওয়া যায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানী বলেন, কে বা কারা রেখেছে এসব দেশী অস্ত্র, কি উদ্দেশ্যে রেখেছে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে তদন্ত চলছে। পরবর্তীতে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সাধারণ শিক্ষার্থীদের ধারণা, বুয়েটে আবরার হত্যার পর দেশের অন্য সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও নড়েচড়ে বসেছে।

অধিকার আদায়ে শিক্ষার্থীদের সোচ্চার হতে হবে- ভিপি নুর

নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য গণরুম-গেস্টরুমে নির্যাতন বন্ধে ও প্রথম বর্ষ থেকে বৈধ সিটের দাবিতে শিক্ষার্থীদের সচেতন ও সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি নুরুল হক নুর।

বুধবার দুপুরে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে গণরুম-গেস্টরুমে নির্যাতন নিপীড়ন বন্ধে ও প্রথম বর্ষ থেকে বৈধ সিটের দাবিতে অনুষ্ঠিত ছাত্র-শিক্ষক উন্মুক্ত আলোচনা সভায় এ মন্তব্য করেন তিনি। আলোচনা সভায় ছাত্রলীগের কড়া সমালোচনাও করেন নূর।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে শুদ্ধি অভিযান চালাচ্ছেন, সেই অভিযানে শুধু যুবলীগকে ধরলে হবে না, ছাত্রলীগের লাগামও টেনে ধরতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। আলোচনা সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক অংশ নেন।

শিক্ষকদের মধ্যে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তামজীমউদ্দীন খান, আইন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ নজরুল, বাংলা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সাবধানবাণী: বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই সাইটের কোন উপাদান ব্যবহার করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এবং কপিরাইট আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ।

সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক: মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ (এম এ খান মাসুদ), উপদেষ্টা সম্পাদক: তোয়াব খান। সম্পাদক কর্তৃক গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে গ্লোব প্রিন্টার্স লিঃ ও জনকণ্ঠ লিঃ ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। রেজিঃ নং ডিএ ৭৯৬।

কার্যালয়: জনকন্ঠ ভবন,
২৪/এ রাশেদ খান মেনন সড়ক, নিউ ইস্কাটন,
জিপিও বাক্স: ৩৩৮০, ঢাকা।

আঞ্চলিক কার্যালয় (চট্টগ্রাম): মান্নান ভবন (দোতলা),
১৫৬ নুর আহমদ সড়ক (জুবিলী রোড), চট্টগ্রাম,

ফোন: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অটোহান্টিং ২০ টি লাইন),
ফ্যাক্স: ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫
ই-মেইল: janakanthanews@gmail.com
ই-জনকণ্ঠ: www.edailyjanakantha.com

Copyright ® All rights reserved by dailyjanakantha.com